দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ … 09 JUN 1994 …
পৃষ্ঠা … ১ … কলাম … ২ …

'শিক্ষা ছাড়া স্বনির্ভর হওয়ার কোন সংক্ষিপ্ত পথ নাই'

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলিয়াছেন, মর্যাদাশীল একটি জাতি হিসাবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইলে সমগ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষার

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

প্রয়োজন। শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন তথা স্বনির্ভর হওয়ার কোন সংক্ষিপ্ত পথ নাই। এই লক্ষ্যে অভিভাবক, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পৃক্ত হইতে হইবে। দলমত নির্বিশেষে সকলের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়া আমাদের আগাইয়া যাইতে হইবে।

গতকাল (বুধবার) ওসমানী মিলনায়তনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক আবদুস সুবহান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও গণশিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের ১০৬ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কর্মকর্তা ও শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পীদের মধ্যে পদক ও সনদপত্র বিতরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার মূল লক্ষ্য হইতেছে মানব সম্পদের উন্নয়ন। ইহার মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে জনশক্তিকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। অথচ আমাদের বয়স্ক জনগোষ্ঠির দুই-তৃতীয়াংশই নিরক্ষর। এই বিপুল জনগোষ্ঠিকে সাক্ষর করিয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী সফল হইবে না। তাই প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। সবার জন্য শিক্ষা সম্পর্কিত বিশ্ব ঘোষণার আমরা সক্রিয় সমর্থক। তিনি বলেন, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা এখনও অনেক সমস্যায় জর্জরিত। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রচেষ্টা চালাইতেছি। প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানসহ শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দিয়াছি। সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। স্বল্প সময়ে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা

শিক্ষা ছাড়া

জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছি। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিকেও সচল করা হইয়াছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ হইতে ৮ হাজার ৮৩০টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনঃ নির্মাণ বাবদ ৪২৭ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হইতেছে। ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন করিয়া প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, দারিদ্র্যের কারণে বহু অভিভাবক সন্তানদের স্কুলে পাঠাইতে পারেন না। এই উপলব্ধি হইতে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী চালু করিয়াছি। ইহাতে ৬ লক্ষাধিক শিশু উপকৃত হইয়াছে। দরিদ্র অভিভাবকরা সন্তানদের জীবিকার কাজে না লাগাইয়া স্কুলে পাঠাইতেছেন। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার ব্যাপারে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ধরিয়া রাখিতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা আমরা ইতিমধ্যেই সমাধান করিয়াছি। ইতিমধ্যে ১৩ হাজারেরও বেশী শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ। কর্মকর্তাদের শূন্যপদে নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিদ্যালয় হইতে ড্রপ আউট এর সংখ্যাও দুই বছরে যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। তবে ইহাতে আত্মতুষ্টির অবকাশ নাই। এখনও অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করিয়াই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতেছে। ইহাছাড়া রহিয়াছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনিয়মিত উপস্থিতি। এইসব সমস্যা সমাধানে বাস্তবমুখী ব্যবস্থা নিতে হইবে। কর্তব্য-কাজে অবহেলা ও গাফিলতি বরদাস্ত করা হইবে না।

অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশু, শিক্ষক, ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভালো কাজের পুরস্কার ও যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান দিতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। শিক্ষক সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। ঐতিহ্যগতভাবে শিক্ষকগণ সমাজে সম্মানজনক আসনে অবস্থান করিতেছেন। তাহারা যদি পেশাগত দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া শিক্ষাদানে যত্নবান হন, আন্তরিক হন এবং শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দও যদি অনুরূপ দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ন হন তাহা হইলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী নিশ্চিতভাবে সফল হইবে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অবহেলায় শিক্ষার হার তেমন বাড়ে নাই। এই অবস্থার আশু পরিবর্তন আনিতে হইলে গতানুগতিক ধারা কার্যকর হইবে না। আমরা শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়াছি। ব্যবস্থাপনায় বাস্তবমুখী পরিবর্তন আনিয়াছি। ইহার সফল বাস্তবায়নের জন্য জনসমর্থন ও সমাজ সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছুটা হইলেও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাড়া পড়িয়াছে। সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা পাইলে আমরা অবশ্যই দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী সফল করিয়া তুলিতে পারিব।

অধ্যক্ষ ইউনুস খান বলেন, আমাদের ১২ কোটি লোকের মধ্যে ৮কোটি মানুষই নিরক্ষর। দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে এই ৮ কোটি মানুষকে অবশ্যই অক্ষর দান করিতে হইবে। ইহার জন্য সকল মহলের সহযোগিতা প্রয়োজন।